আমার পিঠা কোথায়?

"Comfort Zone ছেড়ে আসা ছাড়া,
অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন"

অর্যমা বুদ্ধ

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,.....। মনু হাসে অবশেষে। সে এক প্রচন্ড হাসি। থেমে বলেঃ 'তোমার চিকা মারা বড্ড ভালবাসি। তবে, বাসি বাসি গন্ধ পাই এতে। কোথায় যেন দেখেছি অতীতে। দামাল ছেলেদের নিপুন হস্তলিখুনীতে, অঢাকা দেয়ালগুলো ঢাকা পরে রাতের অন্ধকারে। নিশ্চয়ই কোন রাজপথের দেয়ালে, তোমার কি তা মনে পড়ে?'

'আমাদের এই তথাকথিত comfort zone থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, এটা সত্য, একসময় পিঠা আমাদের ছিল। এখন নেই, এটাও সত্য। অতীতকে অন্তরে রেখে, বর্তমানের বাস্তবতাকে মেনে, ভবিষ্যতের ভাগ্য রচনায় সূড়ঙ্গের সরু পথ পাড়ি দিতে হবে। তাতেই আছে নতুন পিঠা মেলার সম্ভবনা। Comfort zone'এ বসে কিছু হবে না'।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে মনুর কন্ঠ ভাড়ী হয়ে আসে। ধীরে ধীরে চুপ হয়ে যায় সে। এই হাসি, এই আবার ভারাক্রান্ত! ওরাও যেন আজ বদ্বীপের মানুষের আবেগে আক্রান্ত। হাসি-কান্না যেন সহদর, বসে থাকে পাশা-পাশি। তবে, ভেতরে ভেতরে ওদের মাঝে বেজায় রেষা-রেষি। কে কার আগে মানুষের হৃদয়ে করবে ভর, তুলবে ঝড় - আনন্দ কিম্বা বেদনার, সে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে সারাবেলা। দেখি কান্নার জয়, বেশীরভাগ সময়, এমনকি তখনও, যখন মানুষের শেষ হয় জীবন নিয়ে খেলা।

নীরবতা ভেঙ্গে মনু মানুকে বলেঃ 'পরিবর্তন সম্পর্কিত তোমার ধ্যান-ধারণা বেশ জোড়াল। তবে সত্যই বলছি, আমি দেখি না এতে সমাধানের আলো, তুমি যাই বল! এসব ছাড়। মন থেকে পরিবর্তনের চিন্তা ভাবনা ঝাড়। চল এবার গৃহস্থের বাড়ী। দেখি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, করেছে মোদের অনাহারী। এ বড় বেশী বারাবারি'। সকাল থেকে সন্ধ্যা, তন্য তন্য করে খুঁজে, সব কটি ঘর। কিন্তু পিঠার নেই খবর। তারপর? পরদিন মনু-মানু আবার আসে পিঠা স্থলে। তবে, পূর্বের তুলনায় একটু সকালে। ফিরেও একটু পরে। সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রমে, ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একদিন-দুদিন, খুঁজে পুরো সাতদিন। কিন্তু কোথাও মেলে না পিঠা। ওরা ভাবে, নিশ্চয় ওদের ভাগ্যে পরেছে ভাটা।

'একই স্থানে, একই কাজ করছি বারে বারে, আর আশা করছি অবস্থার উন্নতি হবে পাটিগনিতের হারে। How radiculous!' - বলে, মানু উচ্চস্বরে হাসে। মানু এই প্রথমবারের মত উপলব্ধি করে, কিসে হয় 'কাজ', আর কিসে হয় 'নকাজ'। কি আশ্চর্য! খুঁজে পায় Goldratt'এর golden শব্দ activation এবং utilisation'এর মাঝের তফাৎ ও তাৎপর্য্য। অযথা activity'তে যদিও সম্পদের activation হয়, তবে, তা নির্ঘাত অপচয়। কারণ, এতে productivity'এর হয় না বিন্দুমাত্র নড়চড়। অন্যদিকে utilisation'এ বাড়ে productivity, আর তাতে আসে উন্নতি। তাই সঠিক জাঁয়গায় দিতে হয় শ্রম। শুধু তাতেই সার্থক হয় পরিশ্রম।

ক্ষুধার তাড়নায় আর মানষিক যন্ত্রণায়, মনু-মানু দিন দিন দূর্বল হয়ে পড়ে। মানু ভাবেঃ 'যত বেশী সময় পিঠা বিহীন পিঠা-ভান্ডার থাকবে ঘিরে, নতুন পিঠা পাওয়ার সম্ভবনা চলে যাবে দূর থেকে দূরে। মনুকে জিজ্ঞেস করেঃ 'আমাদের দৌড়ের জুতা-পোষাক কোথায়?' 'কেন?' - মনু জানতে চায়। 'আবার সূড়ঙ্গের পথে বেড়ুবার কথা বল না যেন!' তারপর আবদারের সুরে বলে, 'থাক না এখানে আমার সঙ্গে,

নিশ্চয়ই পিঠা রেখে যাবে, যেখানের পিঠা সেখানে'। মানু চুপ-চাপ। দেয়না কোন সায়। দেখে শোনে মনে হয়, পড়েছে কোন ভাবনায়। মানুর ভাবনায় তখন শুধুই সুষু-পুষু। 'ওরা কি পেয়ে গেছে নতুন পিঠা? কি করব আমরা এখন?' মানু স্থির করতে পারে না তার মন।

মনু-মানু যখন, কি করবে, আর কি করবে না, সিদ্ধান্তে ব্যস্ত, সুষু-পুষু ততক্ষনে, পৌঁছে গেছে সূড়ঙ্গের গহীনে। পায়ে ঘুরে, এ বাড়ী সে বাড়ী। আর ওদের মাথায় ঘুরে, পিঠা কারী কারী। দগ্‌দগে তেলে ভাজা ঝরঝরে তেলে পিঠা। উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে পাড়ি, অবশেষে ওরা আসে সূড়ঙ্গের দক্ষিন সীমানায়, দেখে অদ্ভূত এক বাড়ী। ঢুকেই যা দেখে, তা ওদের কল্পনার উর্ধে। এত বড় পিঠার মজুত দেখেনি কখনো পূর্বে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে উল্লাসে। সেই সাথে কোলাকোলি, ঘুরিয়ে মাথা একে আপরের পাশে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখে পিঠার বিস্তৃতি - দৌর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা ও আকৃতি। মিলিয়ে নেয় পূর্বের পিঠায়, যা আজ শুধুই স্মৃতির কোঠায়। তারপর জুতা খুলে বসে পিঠার পাশে। ঘ্রাণ আগের পিঠার খুব কাছাকাছি। তবে এ পিঠা তাজা ভাজা, খেতে হবে মজা বেশী।

মানু যেন ছবির মত দেখতে পারছিল সুসু-পুষুর ধর্ম। নিজে নিজেকেই বলেঃ 'এ ভাগ্য নয়, এ কর্ম'। সাবাস প্রাণী, তোরা মানুষ থেকেও জ্ঞানী। তোদের সেলাম। তবে, মানুষভূক্ত বলে, একটু লজ্জা পেলাম। ভূপেনদা, পেলে তো তোমার প্রশ্নের জবাব? তোমাদের মত মানুষের আজ এত অভাব! সেই যে গেল 'লেনা-ইন' 'লেনা-অন'; imagine'এও আর দেখিনা ওদের ইন-অন। ওরা কি করেছে কোন কঠিন পণ?'

হঠৎ, 'মনু', মানু বলে, 'আমাদের আবার বেড়ুতে হবে সূড়ঙ্গের পথে। তোমার আমার - সকলের সার্থে'। মনু উত্তরে বলে, 'সূড়ঙ্গ আমি বড্ড ভয় করি, পূর্বের তুলনায় আরো অধিক। বলতো, তুমি কি স্বাভাবিক? দেখছো না, সূড়ঙ্গের পথ কেমন ঘন অন্ধকার। উঁচু-নীচু। আঁকা-বাঁকা ওর অলিগলি। সামনেই হয়তো চোরাবালি? কিম্বা বের্মুদা ট্রাঙ্গল? হবে যে আমাদের অমঙ্গল! তুমি কি তা চাও? তাহলে যাও! আমাকে সঙ্গে ডেকো না। তুমি বুঝনা, জীবন একটাই! .....।' 'জীবন একটা বলেই তো.....' মানু মনুকে বাঁধা দিয়ে কিছু একটা বলতে চায়। মূহুর্তের জন্য চুপ হয়ে যায়। তারপর আবার শুরু করে বলাঃ 'রাশান উপন্যাস 'ইস্পাতের' (কাক্ যাকিয়ালাস্ স্তাল') প্রধান উক্তিটির কথা মনে পড়ে তোমার? ঐ যে, 'জীবন একটাই। তাই একে অতিবাহিত করতে হবে এমনভাবে, যাতে, জীবন শেষেও জীবন বেঁচে থাকে জীবিতের মাঝে, সকাল - সাঝে।' বদ্বীপের কবিও কিন্তু সেই একই কথাই বলেছেনঃ

''মরণের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই''।'

আসলে, সব সৌরজগতের মনিষীদের একটাই চিন্তার জগৎ। ওরা স্থান-কাল উত্তীর্ণ করে, আসে বার বার ফিরে, মানুষের ভিরে। তাদের বাক্য শতসিদ্ধ। যুগ যুগ ধরে যা মানুষকে করেছে মুগ্ধ।

এতক্ষন মনু মানুর কথা শোনে, যথেষ্ট ধর্য্য ধরে। গভীর মনযোগে সহকারে। তারপর মনু বলেঃ 'পিঠার ভান্ডারের এ জাঁয়গা আমাদের অনেক দিনের চেনা। আশে-পাশের সব কিছু জানা-শোনা। সূড়ঙ্গের দেয়ালের রং। স্ট্যলেকটাইট-স্ট্যলেগমাইটের কৃস্টাল স্বচ্ছতা, আঁকাবাঁকা ঢং, মাটির সেঁদ গন্ধ। এর মাঝে আমি আজ আবদ্ধ। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানকার পিঠার ঘ্রাণ, কেড়ে নিয়েছে আমার মন-প্রাণ। বেশ আছি এখানে। আরাম ও স্বস্তি মনে। এ আমার 'স্বস্তি-বলয়' - ইংরেজিতে যাকে কয় - 'comfort zone'। এখান থেকে সরছি না এক কদম, যদিও ইতিমধ্যে পিঠার অভাবে কমেছে কয়েক

কেজি ওজন। তুমি ভেব না, আমি আছি এখানে, ওরা ঠিক রেখে যাবে যেখানের পিঠা সেখানে'।
মনুর মানষিক অবস্থার কথা ভেবে, মানু দ্বিধা-দ্বন্দে ভোগে - to tell or not to tell! বললে, কি বলবে? কিভাবে বলবে? মানু ভাবেঃ 'আমার কথায় কি মনু কষ্ট পাবে? আমার কথাগুলো ও কি ব্যক্তিগত ভাবে নিবে? ভাববে, এ আমার আন্তরিক আমন্ত্রন নয়? এ ব্যক্তিগত আক্রমণ? আসলে তা নয়। এসব মোটেই ব্যক্তিগত নয়। এ আদর্শগত বিষয়। এ একের সার্থে নয়, এ সমষ্টির সুবিধার্থে। মনু যতই দিক্ না আমায় ধিক্কার। বিবেকের কাছে আমি পরিস্কার'। 'তাহলে?' - মানু নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। উত্তরে বলেঃ 'তাহলে, আমাকে বলতেই হবে'। দ্বিধা-দ্বন্দের বাঁধ ভেঙ্গে মানু মনুকে বলেঃ 'আমাদের এই তথাকথিত comfort zone থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, এটা সত্য, একসময় পিঠা আমাদের ছিল। এখন নেই, এটাও সত্য। অতীতকে অন্তরে রেখে, বর্তমানের বাস্তবতাকে মেনে, ভবিষ্যতের ভাগ্য রচনায় সূড়ঙ্গের সরু পথ পাড়ি দিতে হবে। তাতেই আছে নতুন পিঠা মেলার সম্ভবনা। Comfort zone'এ বসে কিছু হবে না'।

'তিন হাজার নয় শত পঁচাত্তর সনের ১৯ শে জুন। তোমার মনে পরে মনু, বদ্বীপ ভুমির পিতৃতুল্য নেতার সেদিনের সেই ভাষণ? হাজারো মানুষের মাঝে তুমিও তো ছিলে মিশে। কি বলেছিলেন তিনি? বলেছিলেন পরিবর্তনের কথা, বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা। চেয়েছিলেন সুকান্ত ও ভূপেনের ভাবে ও ভঙ্গিতে পরিবর্তন। চেয়েছিলেন বিদ্যমান ভারসাম্য ভাংতে, এবং ভাঙ্গনে নতুন ভারসাম্য গড়তে। বলেছিলেনঃ 'আমি angel নই। আমি devilও নই। আমি মানুষ। আমি মানুষের মঙ্গল চাই'। আর মানুষের মঙ্গল বিধায়, দিয়েছিলেন 'মানুষ লীগের' বিলুপ্তি নির্দিধায়। বলেছিলেনঃ 'আমি যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না, আমি যেটা করেছি সেটাই ভাল, that can't be human being'। বদ্বীপের ব্রবডিংনাগ 'এর মত বিশাল বিশাল মানুষেরা বুঝেনি, নেতার সেদিনের সেই ভাষণের মর্ম বাণী। সেজন্যই আজ চাঁর হাজার পাঁচ সনে এসেও সব কিছু কেমন যেন,

"দাঁতখানি ডাল,
মুসুরের চাল,
চিনি পাতা কই,
বিল ভরা দই"

এর মত উলট-পালট। যেখানে যা বা যার থাকার কথা, সেখানে তা বা তারা নেই। সেদিন না হয় বুঝেনি। কিন্তু আজ? আজও কি বোঝে সেই মানুষেরা - বদ্বীপের অভন্তরে, কিম্বা দেশান্তরে? ওদের আছে সব। সব থাকে, থাকে-থাকে, একটি puzzle'এর যা যা থাকে - puzzle বোর্ড, puzzle পিস্। তবু ওরা আজও ব্যর্থ, সৃষ্টিতে ভ্যান গোর চিত্র। কারণ ধাঁধাঁয় নয়, শুধু সঠিক পিস্ সঠিক প্লেসে পুরে দিতে পারে না বিধায়।

'মনু', মানু বলেঃ 'আকারে ছোট্ট হলেও, আমরা মানুষ জাত ভূক্ত। আমাদের গোঁ ধরে স্বস্তি বলয়ে বসে থাকলে আমরা একদিন হয়ে যাব জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। সূড়ঙ্গের বাঁকে, পশ্চিমে ঝুকে, একবার চক্ষু মেলে দেখ promised land'এর দিকে। আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বি ঈগল শেরন ও শেমন পিস্ আজ একই প্লাটফর্মে। দেরীতে হলেও সমস্যা কোথায় তা তারা বুঝেছে মর্মে মর্মে। বুঝেছে, promised land ও পশ্চিম Bank'এর শান্তির জন্য প্রয়োজন আমুল পরিবর্তন । তাই ত্যাগ করেছে comfort zone। তারা আশাবাদী, নিশ্চয়ই স্বস্তি-বলয়ের বাইরে আছে একই আদর্শের অসংখ্য স্বজন'।

(মানু বলেই চলেঃ) 'বদ্বীপের অভন্তরে, কিম্বা দেশান্তরে যে এ ধরনের কিছু ঘটেনি, তা নয়। আতাতুর্কের সহযোদ্ধা কামাল ও সেনাপতির সোজা মানুষ বিদোজাকে চেন নিশ্চয়? পরিবর্তনের তাগিদে তারাও ত্যাগ করেছে comfort zone। নিজ নিজ

দলে তাদেরও ছিল যথেষ্ট ওজন। তারা ভালই জানে রাষ্ট্র ও মানুষের anatomy। তবুও এখনও পারিনি হতে সাধারণ মানুষের মধ্যমণি। সেখানে নিউটনের মোমেন্টাম, যা তা রকম কম। আছে শুধু নিউটনের ইনারশিয়া। এক পা এগুলে, যায় দু পা পিছিয়া। তবে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, এর প্রভাব পরেছে মূলে । হয়ত এটাই শুরু, একদিন তরী ভিরবে কূলে, ঝড় ঝাপটা পিছনে ফেলে'।

ইতিমধ্যে মানুর দৌড়ের জুতা-পোষাক পরা শেষ। তখন ওকে দেখতে লাগে বেশ। হাত-পা ঝাকি দিতে দিতে বলেঃ 'মনু, কথা শোন। চল সূড়ঙ্গের পানে, নতুন পিঠার সন্ধ্যানে'। মনু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। 'আর দেরী নয়', মানু নিজেকে বলে। ''যদি তোর ডাক .....না আসে, ..'', গাইতে গাইতে সূড়ঙ্গের পথে পা বাড়ায়। তখন পিনোকিও'র জিমিনি ও চেঙ্গিসের চে ছায়ার মত ছিল মানুর আশে-পাশে।

যাবার সময় চোখা, যা দিয়ে যায় লেখা, এমন একটি পাথর দিয়ে লিখেঃ 'Leave comfort zone, NOW! অন্যথায় পিঠার অভাবে অস্তিত্ব হবে বিলীন'। পাশে পিঠার একটি ছবিও আঁকে। ভাবে, - 'যদি মনু তাতে আকৃষ্ট হয়ে হাসে। নতুন পিঠার খোঁজে আমার পিছু পিছু আসে'।

এরপর দ্রুত ছুটে সামনে। মূহুর্তে মানু মিলিয়ে যায় সূড়ঙ্গের গহীনে।

(চলবে)

'আমার পিঠা কোথায়?', স্পেন্সার জনসনের লেখা 'হু মুভড্ মাই চিজ্'এর ছায়ায় রচিত। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এটা ৩য় পর্ব।